ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিষেকের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে, ফের এক ছাদের নীচে সালমান ঐশ্বরিয়া!

পৃঃ ৫

ম্যাক্সওয়েলের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড রেকর্ডবুক

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০৬ ● কলকাতা ● ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১১ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শহিদ মঞ্চে 'চোরমুক্ত'

বাংলা গড়ার ডাক শুভেন্দুর, 'আপনিই গ্রেপ্তার হবেন', পালটা কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বরের মধ্যে বাংলা চোরমুক্ত হবে। নন্দীগ্রামের শহিদ দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারির সুরে বলে গেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর বক্তব্য, ২৪-এ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার গঠিত হলেই বাংলার চোরেরা একে একে গ্রেপ্তার হবে।শুভেন্দুর পর ওই একই মঞ্চে শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানান কুণাল ঘোষ-সহ তৃণমূল নেতারা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দোলা সেন-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই মঞ্চে বসেই শুভেন্দুকে পালটা দেন কুণাল। তিনি বলে দেন, ২০২৪-এ কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠিত হলে শুভেন্দু নিজেই গ্রেপ্তার হবে। যে ইডি-সিবিআইয়ের বলে বলিয়ান হয়ে এত বড় বড় কথা বলছেন, সেই ইডি-সিবিআই-ই গ্রেপ্তার করবে শুভেন্দুকে।কিছুক্ষণ পরে ওই একই মঞ্চ থেকে পালটা শুভেন্দুকেই গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ।

নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক জমি ফিরে পাওয়ার আশায় ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর 'সূর্যোদয়' অভিযানের ডাক দিয়েছিল

এরপর ৩ পাতায়

ধর্মে ধর্মে বিভেদ' নিয়ে তোপ,

অভিষেকের নিশানায় নওশাদ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। আর সেই ভোটযুদ্ধে এ রাজ্যের অন্যতম হেভিওয়েট কেন্দ্র হতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার । সেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কে লড়বেন, তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।শুভেন্দু-সেলিম-অধীররা যতই অভিষেককে হারাতে চক্রব্যূহ তৈরির পরিকল্পনা করুন না কেন, নিজের গড়ে জনসমর্থন নিয়ে মাটি আরও শক্ত করবেন অভিষেক, তা চ্যালঞ্জের সুরেই জানিয়ে দিলেন। এদিন সিপিএমকেও একহাত নিয়েছেন সাংসদ। তিনি বলেন, সিপিএম ও সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে অভিষেককে ভোটে হারাতে চেয়েছিল। সিপিএম ও বিজেপিকে এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'যারা সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেককে হারাতে চেয়েছিল, তাদের কী করুণ পরিণতি দেখুন। তাদের নামও আজ কেউ মুখে আনে না।'অভিষেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নওশাদ সিদ্দিকির নাম উঠে আসছে। আর তাঁকে সেখানে সমর্থন জানানোর ইঙ্গিত মিলেছে সবকটি বিরোধী শিবিরের তরফে। এমন পরিস্থিতিতে শুক্রবার ফলতায় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে গিয়ে অভিষেক কিন্তু কড়া বার্তাই দিলেন। নাম না করে রাজনীতির ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'টাকা নিয়ে সেটিং, ধর্মে ধর্মে বিভেদ তৈরি করা একজন জনপ্রতিনিধির কাজ নয়। তাঁদের কাজ মানুষের পাশে দাঁড়ানো।'

'ডায়মন্ড হারবার মডেল' বহু আলোচিত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুবার সাংসদ থাকাকালীন সেখানকার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে শোনা যায় বাসিন্দাদের

এরপর ৩ পাতায়

কেন হোমরাচোমরাদের ধরা হচ্ছে না?

নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার সিবিআইকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন হোমরাচোমরাদের ধরা হচ্ছে না? সিবিআই কেমন তদন্ত করছে? খোদ সুপ্রিম কোর্ট এবার এই প্রশ্ন তুলল। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে। এদিন নিয়োগ দুর্নীতিতে কার্যত প্রথম জামিন পাওয়া গেল। ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার রায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। তদন্তের প্রয়োজনে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। একথা সিবিআইয়ের আইনজীবীর তরফে জানানো হয়। এতদিন তারা কী করেছে? পালটা প্রশ্ন করেন বিচারপতি। এরপর প্রসন্নকুমার রায়ের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তবে কিছু শর্ত থাকবে তার জামিনের উপর। সেই শর্ত নিম্ন আদালত জানিয়ে দেবে। এ কথা বলা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে সিবিআইএর মুখ পুড়ল। তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টও শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তদন্তের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এত কিছুর পরেও প্রশ্ন একটাই। মাথা কি গ্রেফতার হবে? এই হোমরা চোমরারাই বা কারা? কেন তাদের ধরার জন্য তেমন কোনও প্রক্রিয়া করছে না সিবিআই?প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কেও।

এরপর ৩ পাতায়

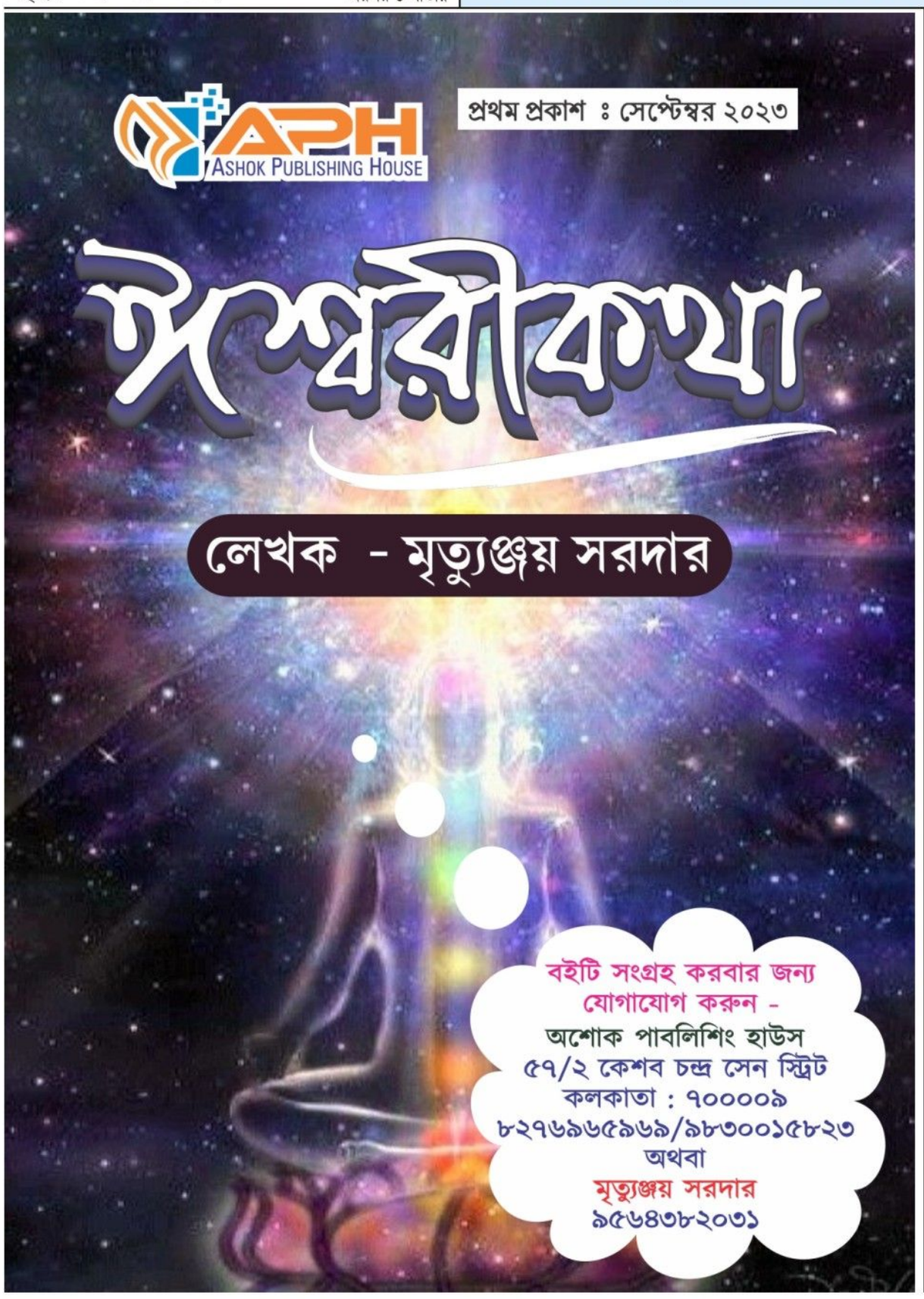

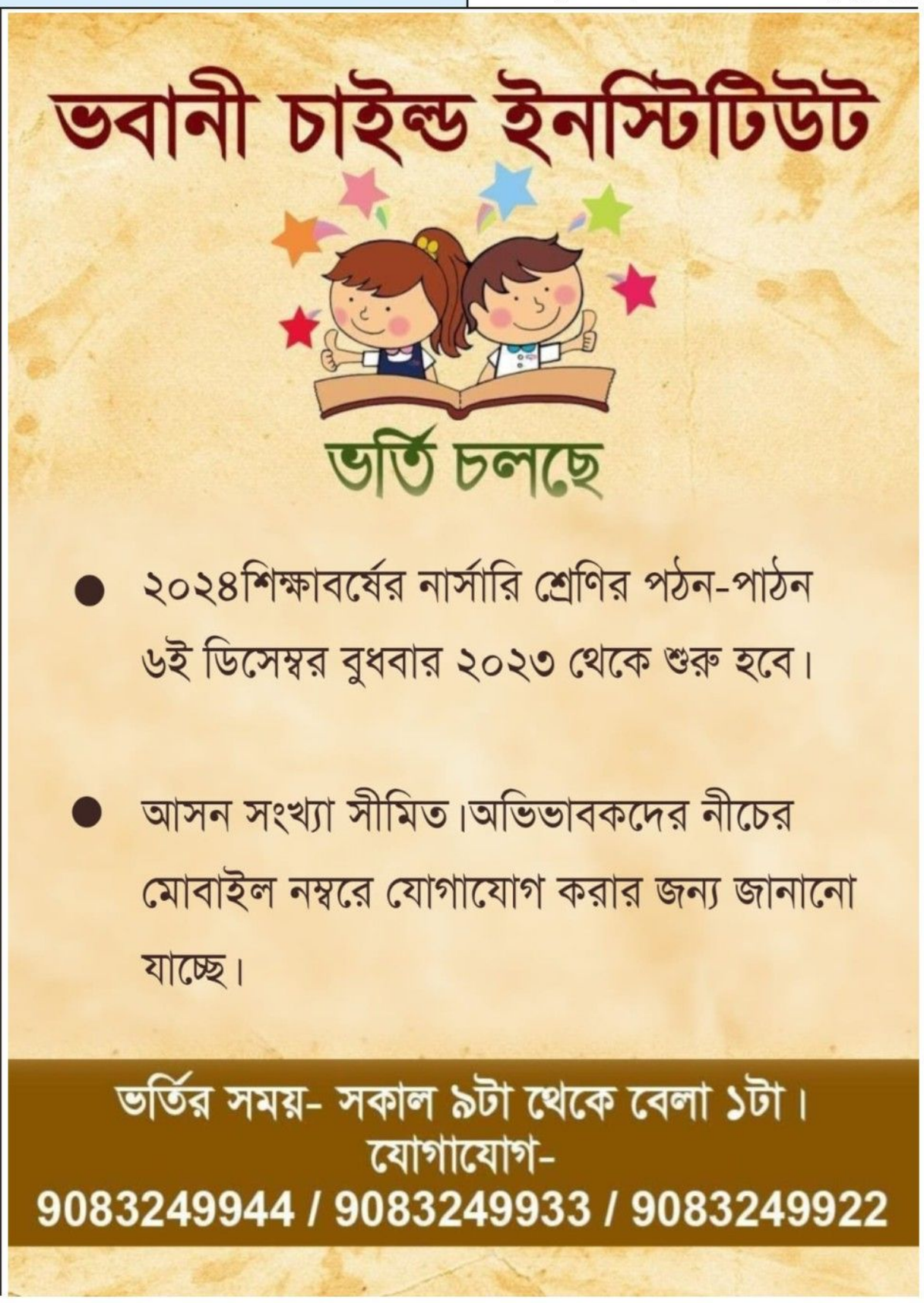

একধাক্কায় রাজ্যের

২৫৩ বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একধাক্কায় রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল হল। রাজ্যে মোট ৬২৪টি বিএড কলেজ ছিল। তার মধ্যে একধাক্কায় ২৫৩টি কলেজের অনুমোদন বাতিল হল। প্রাথমিকভাবে জানা যাচেছ, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকার অভিযোগে এই বিএড কলেজগুলির অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন যে বাতিল হতে পারে, এমন সম্ভবনার কথা আগেই জানা গিয়েছিল। বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির তরফে মাস খানেক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এনসিটির ২০১৪ সালের রেগুলেশন মেনে চলতে হবে। সেই রেগুলেশন যে কলেজগুলি মেনে চলতে পারবে না, সেগুলিকে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হবে না। এমনকী বেশ কয়েকটি বিএড কলেজে ভুয়ো ফায়ার সেফটি লাইসেন্স ব্যবহারের অভিযোগও এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে।এবার শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশিকার সাপেক্ষে রাজ্যের বিএড বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭১টি বিএড কলেজকে অনুমোদন দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বাকি ২৫৩টি বিএড কলেজ কোনও অনুমোদন পায়নি বলেই খবর। অর্থাত, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের একাধিক বিএড কলেজ এক ধাক্কায় অনুমোদন হারাল।

জানা যাচ্ছে, যে বিএড কলেজগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন না কিংবা অন্যান্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছিল না, সেই বিএড কলেজগুলির অনুমোদন এবার বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিক বিএড কলেজের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল সেখানকার পরিকাঠামো নিয়ে। এমন প্রায় ২০০-র বেশি বিএড কলেজ ঘিরে প্রশ্ন উঠেছিল বলে সূত্রের খবর। এমন অবস্থায় বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আগেই সতর্ক বার্তা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

চাল বণ্টনে বছরে

প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে

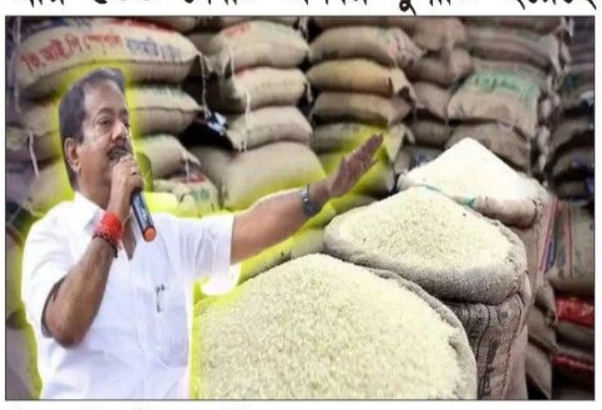

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চাল বণ্টনে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। তদন্তে এমনই ইঙ্গিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। রাজ্যের প্রায় ৭ কোটি রেশন কার্ডের সূত্র ধরে হিসেব নিকেশ করে এমনই ইঙ্গিত ইডির।রেশন দুর্নীতির তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, যে সমস্ত আটা কল মালিকেরা দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেরই চালকলও রয়েছে। সেই চালকল মালিকদের একটা বড় অংশ সরকারি সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে যোগসাজশ করে কৃষকদের থেকে ধান কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতিতেও যুক্ত ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে তদন্তে।ইডি সূত্রে খবর, রাজ্যের খাদ্য দফতর থেকে প্রাপ্ত রেশন কার্ডের সূত্র ধরেই তারা হিসেব কষে দেখেছেন গড়ে ৩০ শতাংশ চাল চুরি করে খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। প্রতি মাসে ডিস্ট্রিবিউটার, রেশন ডিলারদের সাহায্য নিয়ে মাসে প্রায় ৪২ কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে, যা বছরে প্রায় ৫০০ কোটির কাছাকাছি বলে দাবি ইডির।

দুর্নীতির অন্যতম মাথা বাকিবুর রহমানের পরিকল্পনাতেই সরেছে এই পরিমাণ টাকা, দাবি ইডির। গম বণ্টনের ক্ষেত্রেও একইভাবে টাকা সরানো হয়েছে। সেই টাকার হিসেব কষা হচ্ছে বলে দাবি ইডির।রেশনের গম থেকে দেদার আটা চুরির কথা তো আগেই সামনে এসেছিল। এবার একে একে সামনে এসেছে ধান থেকে টাকা লুটের প্রসঙ্গও। ইডি সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত তদন্তে যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে, তাতে স্পষ্ট হয়েছে একটা নির্দিষ্ট মোডাস অপারেন্ডি। একেবারে সিস্টেম মেনে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেই সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার টাকা থেকে লুট করা হত বিশাল পরিমাণে। এই দুর্নীতিতে চালকল মালিকদের পাশাপাশি সরকারি সমবায় সমিতিগুলির একটা বড় অংশও যুক্ত ছিল যোগসাজশে। কী ভাবে লুট হত কৃষকদের জন্য বরাদ্দ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য? জানলে অবাক হবেন।

৭০ হাজার বৃদ্ধাকে

দেওয়া হবে বিশেষ সুবিধা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহুয়া মৈত্র বিতর্কের পর থেকেই সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। বিরোধীরাও সরব হয়ে উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। বিগত কয়েকদিন ধরেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বলছে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।কেবল বিজেপিই নয়, এইদিন অভিষেকের নিশানায় ছিল সিপিএমও। নওশাদ সিদ্দিকি নিজে ডায়মন্ড হারবার থেকে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, তিনি নিজে না হলেও অন্য কাউকে দিয়ে অভিষেককে হারাবেন। এই প্রতিটা কথার প্রত্তুর হিসেবে অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, 'অনেকে ডায়মন্ড হারবার থেকে দাঁড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেটা ভাল। এটাই তো গণতন্ত্র। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের নেতাও এখানে দাঁড়াতে পারেন। এবার ফলতার জয়ের ব্যবধান ৭০ হাজার করতে হবে। ওরা আবার আসবে টাকা দিতে লোকসভা নির্বাচনের আগে। তখন বড় ফুলের থেকে টাকা নিয়ে ছোট ফুলে ভোট দেবেন। সিপিএমও চেষ্টা করেছিল। করতে পারেনি। সংখ্যালঘু প্রার্থী দাঁড় করিয়ে বিভাজন করতে চেয়েছিল।সেটা করতে পারেনি। আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনেও আপনারা করতে দেবেন না। ২০২৪ সালে চার লক্ষ ভোটে জেতাতে হবে।'আর আজ শুক্রবার কার্যত তারই পাল্টা জবাব দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইদিন ফলতায় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অভিষেক বড় চাল দিলেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা নাকি তৃণমূলের বড় মাস্টারস্ট্রোক হতে চলেছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিনে অনেকেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জির কাছে দাবি করেন যে, বৃদ্ধা ভাতা ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছেনা। জানা যাচ্ছে, সেই সংখ্যাটা নাকি প্রায় ৭০ হাজার।এইদিন ফলতার ফতেপুর হাইস্কুলের ফুটবল মাঠের সভা থেকে অভিষেক ঘোষণা করেন, '২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৭০ হাজার বৃদ্ধ মহিলাকে আর্থিক সহায়তা দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। সরকার যখন দেবে সেটা আলাদা বিষয়। জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা এই কাজ করব। কারণ আমাদের একটাই ধর্ম, মানবধর্ম। মানুষের মধ্যে বিভাজন, টাকা আটকে রাখা, দাঙ্গা লাগানো নয়। এখানে ধর্মে বিভাজন করতে পারেনি। আমি যতদিন থাকব করতে পারবে না বিজেপি।'

পাশাপাশি বিজেপির উদ্দেশ্যে তীব্র কটাক্ষ শানিয়ে অভিষেক বলেন, '২০১৯ সালে অনেকে বলেছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। ২০১৪ সালে যত ভোটে জিতেছিলাম তার থেকে বেশি ভোটে জিতেছি। তাই ২০২৪ সালে সেই সংখ্যাও পার করতে হবে আপনাদের। আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করব। রাজ্য সরকারের সাহায্যে নয়। মানুষ পরিষেবা পেয়েছে বলেই আজ ডায়মন্ড হারবার মডেল বলে। কেন্দ্র হাজার চেষ্টা করলেও ভাতে মারতে পারবে না। টাকা আটকে রেখে শিক্ষা দেবে ভাবলে ভুল করবে।'

বাংলায় এজেন্সি সক্রিয়তা,

কেন্দ্রকে ভৎর্সনা সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির সক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আবারও জবাব এড়িয়ে গেল মোদি সরকার। আর তার জেরে বুধবার কেন্দ্রকে পড়তে হল তিন বিচারপতির বেঞ্চের ভৎর্সনার মুখে। সর্বোচ্চ আদালত প্রশ্ন তুলল, কেন বারবার সময় নিচ্ছেন? এতে আদালতেরই তো সময় নষ্ট হচ্ছে। বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চ নিমরাজি হয়ে কেন্দ্রের আর্জি অনুমোদন করে। তবে সেই সঙ্গেই তিনজনে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এটাই শেষবার। বৃহস্পতিবার মামলা শুনব। কেন্দ্রের উদ্দেশে বিচারপতি গাভাইয়ের মন্তব্য, 'কেন বারবার সময় নিচ্ছেন? আপনাদের যা বলার আছে, তা বলে নিন না। মামলা শুনবে বলে তৈরি আছে বেঞ্চ। কিন্তু সলিসিটর জেনারেল সময় চেয়ে আদতে আদালতেরই সময় নষ্ট করছেন। বৃহস্পতিবারও যদি শুনানি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে গোটা দিনটা নষ্ট হবে।'

ভোট পরবর্তী সংঘর্ষের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু তার বিরোধিতায় 'অধিকারে'র প্রশ্ন তোলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদকে হাতিয়ার করে সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের করা হয় মামলা। সেটা ২০২১ সালের ১৮ আগস্ট। প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা ডিওপিটি অর্থাত কর্মিবর্গ মন্ত্রককে (যার অধীনে সিবিআই) বিবাদী করা হয়। প্রথম শুনানির তারিখ পড়ে ওই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর। আর সেদিনই কেন্দ্রের জবাব চেয়ে নোটিস ইস্যু করে শীর্ষ আদালত। তারপর থেকে ক্রমেই জবাব এড়াচ্ছে মোদি সরকার। কেন? তবে কি সিবিআই ততপরতার জুতসই কোনও জবাব নেই কেন্দ্রের হাতে? এই প্রশ্নই তুলছে নবান্ন।তাতেও অবশ্য চুপই থাকলেন রইলেন কেন্দ্রের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। রাজ্যের অনুমতি ছাড়া যখন ইচ্ছা যে কোনও মামলায় সিবিআই এফআইআর ও তদন্ত করতে পারে কি না, সুপ্রিম কোর্টে তা নিয়ে জবাব এড়াচ্ছে মোদি সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এই মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। ভোট-পরবর্তী সংঘর্ষ ইস্যুতে সিবিআই ততপরতার বিরোধিতায় হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেই এই পদক্ষেপ। এক-আধবার সেই মামলার সামান্য শুনানি হলেও তা আর বেশি দূর এগয়নি। যখনই পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হচ্ছে, নানা ছুতোয় 'সময়' চেয়ে নিচ্ছে কেন্দ্র। শুনানি হয়ে যাচ্ছে মুলতুবি। প্রায় দু'বছর ধরে সমানে চলছে এই টালবাহানা। তার জেরেই এদিন এজলাসে ভতর্সনার মুখে পড়তে হল মোদি সরকারকে।

২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে 'সময়' চেয়ে যাচ্ছে মোদি সরকার। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবারই প্রস্তুত ছিল সওয়ালের জন্য। রাজ্যের আইনজীবী হিসেবে এজলাসে হাজির ছিলেন কপিল সিবাল। কেন্দ্র বারবার সময় চাওয়ায় হাল্কা চালে তিনি বলেন, 'এভাবে মামলা পিছোলে আমার মক্কেল (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) তো আমাকেই সন্দেহ করতে শুরু করবে। তাই মামলার শুনানি তো অন্তত শুরু হোক।'কিন্তু এদিন নয়, অন্যদিন শুনানি হোক- এই অবস্থানে অনড় ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার

এরপর ৩ পাতায়

গরীবের ফল খাওয়া

সেতো পূজোর প্রসাদের থালায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিখছেন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল নিউজ সারাদিন, ডাক্তার বাবুরা রুগীদের বলেন শুধু ওষুধ খেলেই রোগ সারবে না শরীর সুস্থ থাকবে না । রোজ ফল খাবে ,বেশী করে করে সকলে ফল খাবে তা হলে শরীর সুস্থ থাকবে । বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন ফল আছে সেই ফল খেলে শরীর রোগ মুক্ত হয় সুস্থ থাকে। এছাড়া অনেক ডাক্তার বাবুই বলেন প্রতিদিন দুটি করেও যেকোনো ফল খেতে হবে আপেল পেয়ারা, আঙ্গুর , বেদানা ,নাশপাতি, পেঁপে, কাঁঠালি কলা, কচিডাব ফল সবসময়ই পাওয়া যায় প্রতিদিন ফল খাবেন সুস্থ থাকবেন। ডাক্তার বাবুরাতো বলেই খালাস ফলের কি চড়া দাম , দিনদিন ফলের দাম এত বাড়ছে গরীব মানুষ কোথা থেকে পয়সা পাবে যে প্রতিদিন ফল কিনে সংসারের সকলকে খাওয়াবে। যাদের টাকা পয়সা আছে তারা ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন আর গরীব মানুষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে । ফল বিক্রেতার সামনেই একজন অপরকে বলছে তোমাকে ও তোমার ছেলে মেয়ে কে ডাক্তার যে ফল খেতে বলেছে গো , শুনে গরীব মানুষটি বলছে আর ফল কীকরে নিজে খাবো ও সংসারের সকলকে খাওয়াব। কাজ কর্ম নেই শরীর খারাপ, ছেলেটাও বেকার, দুবেলা কত গুলো খাবারের পাত বাড়িতে পরে, সেই জোগাড় করতেই হিম শিম খেয়ে যাচ্ছি ডাক্তার বাবুরাতো ফল খেতে বলেই খালাস । ওষুধের দিনদিন যা দাম বাড়ছে বারো মাসই তো ভাইরাস লেগেই আছে সবসময়ই এটা ওটা রোগের হানা বলো তো ওষুধ কিনবো না ফল কিনব? ঠাকুর মন্দিরের সামনেই ফুল আর ফলের দোকান। ঠাকুর মশাই মন্দির থেকে প্রসাদের থালা নিয়ে বেড়িয়ে এসে মানুষের হাতে ফল প্রসাদ দিচ্ছেন এক কুচো আপেল , দু কুচো কলা, এক কুচো শশা এক টুকরো মিষ্টি । তাহলে গরীবের ফল খাওয়া পূজোর প্রসাদের থালায় এটাই বাস্তব এটাই সত্যি । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেব দেবীর পুজো না থাকলে প্রসাদ ও হতো না গরীব মানুষেরা প্রসাদের থালা থেকে কখনো সখনো ফল ও খেতে পেত না । দিন দিন খাদ্য দ্রব্য, শাক সবজি, ফল মুলের দাম এত বেড়ে চলেছে গরীব মানুষ সংসারের সকলের মুখে দুবেলা খাবার জোগাড় করতেই নাজেহাল তাহলে কি করে চড়া দামে নানা রকম ফল কিনে সংসারের ছেলে মেয়েদের খাইয়ে সুস্বাস্থ্য তৈরি করবে ভাবুন তো। আবার ফল খাওয়াও বিপদ! আজকাল ফল গুলিকে ইনজেকশন দিয়ে, ওষুধ স্প্রে করে ,কারবাইট দিয়ে পাকিয়ে, আবার আপেলকে পালিশ করে চকচকে করে ফল বিক্রেতারা মানুষকে ফল খাওয়ানোর নামে বিষ খাওয়াচ্ছে। সেগুলোর প্রতিবাদ কজন করে বলুন তো? সুতরাং গরীব মানুষরা তাদের ছেলে মেয়েরা ঐ কোথাও পুজো হলে কেউ প্রসাদ দিলে প্রসাদের থালা থেকে কয়েক কুচো ফল খায় তাই এটাই বাস্তব এটাই সত্যি যে গরীবের ফল খাওয়া সেতো পূজোর প্রসাদের থালায়। বাজারে ফলের দোকানে, রাস্তার ধারে ফলের দোকানে থরে থরে নানা রকম ফল সাজানো আছে। যার টাকা পয়সা আছে , যে ধনী বড় লোক যে চাকরি বাকরি করে, বাবস্যা করে ,যাদের পকেটে গোছা গোছা টাকা তারা প্রতিদিন ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে। আর গরীব মানুষ ফলের দোকানে সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে চড়া দামে ফল কিনতে না পেরে মনের দুক্ষে খালি হাতে বাড়ি ফিরছে। অসুস্থ ছেলে বাবাকে বলছে বাবা ডাক্তার যে ফল খেতে বলেছে আপেল , আঙ্গুর বেদানা, ডাব কিনে এনেছ ? জল ভরা চোখে বাবা বলছে ছেলেকে যা ওষুধের চড়া দাম ওষুধই কিনতে পারছি না । আর কি করে বাবা তোকে ফল খাওয়াবো রে ,ওই তো কালী পুজোয় ঠাকুর তলায় প্রসাদ দেবেরে , প্রসাদের থালা থেকে প্রসাদ দেবে দু, চারকুচো ফল পাবি তখনই ফল খাবি। ওরে গরীবের ফল খাওয়া যে পূজোর প্রসাদের থালায় রে। ফলের এত চড়া দাম সব গরীব মানুষেরা ফল কিনতে পারে নারে।

ভাতে মরে গেল চিন!

ভারতের চালে ধনতেরাসে মাথায় হাত চিনাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিন এমন একটি দেশ, যে দেশ নিজেদের দেশের তৈরি জিনিসপত্র অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে থাকে। বছরের পর বছর ধরে বিশ্ববাজারে চীনের এমন আধিপত্যের কারণে আজ ড্রাগনরা ফুলেফেঁপে উঠেছে। তবে এবার দিওয়ালি হোক বা ধনতেরাস সবেতেই শুধু ক্ষতির মুখে চীন।ধনতেরাসে সোনা, রুপো সহ বিভিন্ন ধাতুর অলংকার বা মুদ্রা বা অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার যেমন রীতি রয়েছে ঠিক সেই রকমই ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র অনেকে বাড়িতে কিনে নিয়ে আসেন। এই সকল জিনিসপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে একসময় চীনের একচেটিয়া মার্কেট ছিল। কিন্তু এখন সেই মার্কেট অনেকটাই থিতিয়ে গিয়েছে। আবার দীপাবলি বা দিওয়ালি বা কালীপুজোর সময় যে আলোর ঝলকানি দেখা যায় তাতেও চীনের একচেটিয়া দখল ছিল। সেই দখলও আস্তে আস্তে কমে তা দখল করছে বিভিন্ন ধরনের মেড ইন ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট। ভারতের চালে এশিয়ার এই দেশের এখন মাথায় হাত।

এমনটা সম্ভব হয়েছে বেশ কিছু কারণে। সেই সব কারণে আসার আগে এই বছর দিওয়ালি এবং ধনতেরাসে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা নিয়ে কতটা আশা সেই সম্পর্কে জানা যাক। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই বছর অন্তত পক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে বলে আশা করছেন। ব্যবসায়ীদের এমন আশা এবং লক্ষ্যমাত্রা থেকে তাদের শুরু হয়ে গিয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

কেন হোমরাচোমরাদের ধরা হচ্ছে না? নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার সিবিআইকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

বিচারপতি নিজে বলেছিলেন মাথাদের ধরতে হবে। কেন নিয়োগ দুর্নীতিতে মাথাকে ধরা হচ্ছে না? সেই প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আর কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি।

এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই পাহাড় প্রমান দুর্নীতির কথা বারবার বলে এসেছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রচুর তথ্য তাদের হাতে আছে। এমন দাবি তারা বারবার করেছে। কিন্তু সেই তথ্যের ভিত্তিতে আসল মাথারা কোথায় গেল? তাদের গ্রেফতার করা হল না কেন? সেই প্রশ্ন একাধিকবার উঠছিল। এবার সুপ্রিম কোর্টও সিবিআইকে এই প্রশ্ন করেছে।প্রসন্নকুমার রায়ের নামে ট্রায়াল পর্যন্ত শুরু হয়নি। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে তিনি জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে তার হয়ে আবেদন করেছিলেন আইনজীবী। সেক্ষেত্রে সিবিআইয়ের ভূমিকা প্রশ্নের সামনে এসে পড়েছে। বিচারপতি প্রশ্ন করেছেন, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই কীভাবে তদন্ত করছে? হোমরা চোমরাদের গ্রেফতার না করে কেন এসব ব্যবসায়ীদের আটকে রাখা হয়েছে?

১-ম পাতার পর

ধর্মে ধর্মে বিভেদ' নিয়ে তোপ, অভিষেকের নিশানায় নওশাদ?

কাছেই। আর সেই উন্নয়নই তাঁর জনসমর্থনের মূল ভিত্তি। এবার তাঁকে হারাতে তলে তলে 'ত্রিফলা' জোট তৈরি হচ্ছে বলে বঙ্গ রাজনীতিতে জোরদার হাওয়া। অভিষেকের বিরুদ্ধে লোকসভা ভোটে (Lok Sabha Election 2024) লড়তে পারেন নওশাদ সিদ্দিকি। আর তাঁকে সমর্থন দেবে বিজেপি, বাম, কংগ্রেস। কানাঘুষোয় এমনই শোনা যাচ্ছে। নওশাদ নিজেও যে এই কেন্দ্রের প্রার্থী হতে মুখিয়ে রয়েছেন, তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

শুক্রবার জনসংযোগে নেমে অভিষেক নাম না করে বলেন, 'শুনছি কেউ কেউ চাইছেন ডায়মন্ড হারবার থেকে দাঁড়াতে। সে দাঁড়াক। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেও দাঁড়াতে পারে। এটা তো গণতন্ত্র। শুধু আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন। ৩ লক্ষ ২১ হাজার এর ব্যবধান এবার চার লক্ষে নিয়ে যান। ফলতার ব্যবধান এবার ৪৫০০০ থেকে ৭০ হাজার করতে হবে আপনাদেরই। ওরা যেই দাঁড়াক, ভোকাট্টা হয়ে যাবে, উড়ে যাবে।আমি যতদিন আছি, এখানে কোনওদিন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেব না।'

১-ম পাতার পর

শহিদ মঞ্চে 'চোরমুক্ত' বাংলা গড়ার ডাক শুভেন্দুর, 'আপনিই গ্রেপ্তার হবেন', পালটা কুণালের

রাজ্যের ততকালীন শাসক দল সিপিএম । সে দিনের রক্তাক্ত অভিযানে প্রাণ গিয়েছিল জমি আন্দোলনের একঝাঁক নেতা-কর্মীর। তার পর থেকে প্রতিবছর ১০ নভেম্বর শহিদ দিবস পালন করে নন্দীগ্রামবাসী। শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে অবশ্য এই শহিদ দিবস অন্য মাত্রা পেয়েছে। গত দুবছর শহিদ দিবস পালন নিয়েও তৃণমূল-বিজেপির ঠান্ডা লড়াই দেখা গিয়েছে।

এ বছরও ব্যতিক্রম হয়নি। এবারও করপল্লির শহিদ বেদিতে মাল্যদানের জন্য আলাদা আলাদা সময় বেঁধে দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। সকাল ৯টা নাগাদ প্রথমে সেখানে মাল্যদানে যান শুভেন্দু। ওই শহিদ বেদীতে দাঁড়িয়েই তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেমন নন্দীগ্রামে চোরমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হয়েছে। তেমনি একইভাবে চোর মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হবে।'

২ পাতার পর

বাংলায় এজেন্সি সক্রিয়তা, কেন্দ্রকে ভর্তসনা সুপ্রিম কোর্টের

মেহতা।তিনি আর্জি পেশ করেন, 'প্রয়োজনে আগামী মঙ্গলবারও তা হতে পারে। নিদেনপক্ষে একদিন পর। এটা তো আর কোনও বাড়ি ভাঙার (ডেমোলিশন) মামলা নয় যে, এখনই শুনানি দরকার।' তাঁর এবারের অজুহাত অবশ্য ছিল, 'অন্য এজলাসে মামলা চলছে, সেখানে যেতে হবে। তাই মামলা পিছিয়ে দিন।' শেষপর্যন্ত অবশ্য শুনানি পিছোতে সমর্থ হন তিনি।

২ পাতার পর

ভাতে মরে গেল চিন! ভারতের চালে ধনতেরাসে মাথায় হাত চিনাদের

দোকানে জিনিসপত্র রাখা এবং সেগুলি প্রমোট করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই বিপুল পরিমাণ ব্যবসার সঙ্গে আগে যেমন চীনের জিনিসপত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল তা এখন নেই। এর পিছনে রয়েছে চীন থেকে আগের মত আর বিপুল পরিমাণে জিনিসপত্র আমদানি না করা। সবকিছু হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে সব মিলিয়ে চীনের এবার এক লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা ক্ষতির মুখে। এছাড়াও ভারতীয় ক্রেতাদের মধ্যেও চীনের জিনিসের প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছে এবং স্থানীয় জিনিসের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের সূত্রে।

এই প্রসঙ্গে কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, দিওয়ালি বা দীপাবলিতে স্থানীয় জিনিসপত্রের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকরা এখন মেড ইন ইন্ডিয়ার জিনিসপত্র কিনতে বেশি পছন্দ করছেন। এসবের কারণেই ভারতীয় বাজারে বড় ধাক্কা খাচ্ছে চিনা মার্কেট।

দীপাবলির উপহারে মাস্টারস্ট্রোক!

এবার দেশবাসীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা দেবে কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেশবাসীকে দীপাবলির উপহার কেন্দ্রের। কালীপুজো এবং দিওয়ালির আগেই সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে সরকার। দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে সুদের টাকা জমা করছে কেন্দ্র। উল্লেখ্য, চলতি বছরে জুলাইয়ে সুদের হার ঘোষণা করেছিল স্বাভাবিকভাবেই এই সুদের টাকা জমা পড়ায় দীপাবলির আগে উচ্ছ্বসিত পিএফ অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা। অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতি বছর ইপিএফও-র সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টি প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার নির্ধারণ করে। ইপিএফও। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পিএফ অ্যাকাউন্টে সুদের হার ছিল ৮.১৫%। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য পিএফ অ্যাকাউন্টে যে সুদ প্রাপ্য সেই টাকা জমা হচ্ছে। ইপিএফও-র তরফে জানানো হয়েছে, 'সুদ জমা করানোর প্রক্রিয়াটি চলছে এবং খুব শীঘ্রই অ্যাকাউন্টে সেটি প্রতিফলিত হবে। ধৈর্য রাখুন।' এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ২৪ কোটি পিএফ হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে সুদের টাকা জমা পড়েছে।

সুদের টাকা জমা হয়ে গেলে ওই ব্যক্তির পিএফ অ্যাকাউন্টে সেটি প্রতিফলিত হবে। কেউ বিভিন্ন উপায়ে সেই প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স চেক করতে পারে। টেক্সট মেসেজ, মিসড কল, উমাঙ্গ অ্যাপ (Umang App) এবং ইপিএফও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পিএফ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স জানা যাবে।

ধনতেরাস উপলক্ষে দেশবাসীকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নতুন দিল্লি, ১০ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : পবিত্র ধনতেরাস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই উৎসব সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। শ্রী মোদী ভগবান ধন্বন্তরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সমগ্র দেশবাসীর সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করেছেন যাতে উন্নত ভারত গড়ার সংকল্পের পথে নতুন শক্তি নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন : "সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক পবিত্র ধনতেরাস উপলক্ষ দেশে আমার পরিবারের সব সদস্যদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। ভগবান ধন্বন্তরীর কাছে আমার প্রার্থনা সবাই সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধির অধিকারী হন যাতে উন্নত ভারত গড়ার সংকল্পের পথে তাঁরা নব শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩০৬ সংখ্যা ১১ নভেম্বর, ২০২৩ শনিবার ২৪ কার্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সর্বাত্মক "ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নীতি-২০২৩" অনুমোদন করেছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক যুগান্তকারী ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নীতি-২০২৩ অনুমোদন করেছে। ডিজিটাল গণমাধ্যম পরিসরে প্রচারাভিযানকে জোরদার করতে ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন শাখা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনকে আরও বেশি সক্ষম ও শক্তিশালী করে তুলতে এই নীতি বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে। গণমাধ্যমের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ডিজিটাইজেশনের সুযোগ যেভাবে উন্মোচিত হচ্ছে তাতে ভারত সরকারের নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্পকে ঘিরে সচেতনতা গড়তে এবং তথ্য পূরণে এই নীতি বিশেষ নির্ণায়ক হয়ে উঠবে। ডিজিটাল বিশ্বে যে বৃহৎ গ্রাহক সংখ্যা তৈরি হয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তাদের কাছে পৌঁছোতে প্রযুক্তি নির্ভর জনকেন্দ্রিক বার্তা প্রসারের লক্ষ্যে তা বিশেষ সহায়ক হবে। এর ফলে ব্যয় সাশ্রয়ের পাশাপাশি জনকেন্দ্রিক প্রচারাভিযানকে জোরালো করে তোলাও সম্ভব হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গণমাধ্যমের শ্রোতাদের ডিজিটাল মাধ্যমের দিকে ঝোঁক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম এবং ডিজিটাল গণমাধ্যম মঞ্চে সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি করে আকৃষ্ট করছে। ট্রাই-এর পরিসংখ্যান মতো ভারতীয় টেলিকম পরিষেবার সম্পাদন সূচক জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৩ অনুযায়ী, দেশে মার্চ মাস পর্যন্ত ৮৮ কোটি মানুষের কাছে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছেছে এবং টেলিকম গ্রাহকের সংখ্যা মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১১৭ কোটি ২০ লক্ষ। এই নীতি, চাহিদার নিরিখে ওটিটি এবং ভিডিও ক্ষেত্রে সংস্থা এবং সংগঠনগুলিকে তালিকাভুক্ত করতে সিবিসি-কে অনেক বেশি করে সক্ষমতা প্রদান করবে। ইন্টারনেট ওয়েবসাইটগুলিকে তালিকাভুক্ত করতে বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া গ্রহণের পাশাপাশি সিবিসি এই প্রথম মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে সরকারের জনপরিষেবা ভিত্তিক প্রচারাভিযান সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছে দিতেও সক্ষম হবে। জনবার্তালাপের ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এই সব মঞ্চে সরকারি ক্লায়েন্টদের বিজ্ঞাপনের সুযোগ করে দেওয়ার অধিকার সিবিসি পাবে। ডিজিটাল গণমাধ্যম সংস্থাগুলিকে তালিকাভুক্ত করে বিভিন্ন মঞ্চের মাধ্যমে তার প্রসার বৃদ্ধি করতে এই নীতি সিবিসিকে অধিকার প্রদান করবে। ডিজিটাল ভূ-মণ্ডলের গতিশীল প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে এই নীতির মাধ্যমে সিবিসিকেও অধিকার প্রদান করা হবে যাতে ডিজিটাল ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংগঠিত কমিটির মাধ্যমে নতুন এবং উদ্ভাবনী যোগাযোগ মঞ্চে তা জায়গা করে নিতে পারে। ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নীতি ২০২৩-এ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র চালু করা হবে যার মাধ্যমে মূল্যনির্ধারণ, স্বচ্ছতা এবং সক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে দর নির্ধারিত হবে তা সমস্ত অনুমোদিত সংস্থাগুলির জন্য ৩ বছরের জন্য বহাল থাকবে। বর্তমানে ভারত সরকারের বেশিরভাগ মন্ত্রক/দফতরগুলির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলার রয়েছে যার মাধ্যমে অনায়াসে অনেক বেশি সংখ্যায় ভিডিও এবং তথ্য পরিসংখ্যান গড়ে তোলা সম্ভব। তবে এগুলি বর্তমানে এই সব হ্যান্ডলারদের সুনির্দিষ্ট গ্রাহকদের কাছেই কেবল পৌঁছতে পারে। সরকারের মন্ত্রক এবং দফতরগুলির অধিকতর প্রসার কর্মসূচির লক্ষ্য, তথ্য ও সম্প্রচার এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে সব গণমাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া। সমস্ত স্তরের অংশীদারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর এই ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নীতি-২০২৩ রূপায়ণ করা হয়েছে। এই নীতি রূপায়ণের বিচার্য হিসেবে ভারত সরকারের ডিজিটাল প্রসারের পথ নির্দেশিকা এবং নাগরিকদের উন্নত তথ্যপ্রদানের বিষয়টিকে সামনে রাখা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন-সিবিসি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। ভারত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প এবং নীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং জনসচেতনতা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। সিবিসির দায়বদ্ধতা হল গণমাধ্যমের পরিবর্তিত পরিমন্ডলে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বজায় রেখে নতুন প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

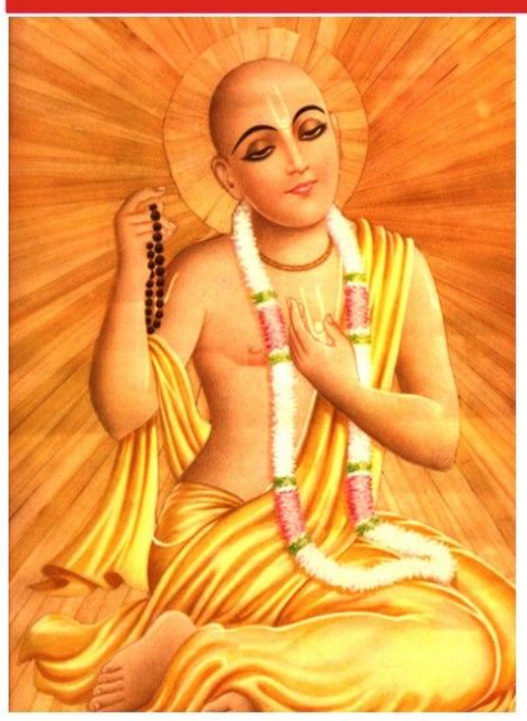

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

আমরা সব ধর্মের মানুষ মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, অনেকেই ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীজুড়ে ঈশ্বরের একটি প্রাকৃতিক শক্তি বিরাজমান, যাকে আমরা সুপ্রিয় শক্তি বলে অনেকেই ধারণা। তাকেই প্রার্থনা করলে মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রক্ষা করেন তিনি।এমন কথা অনেক মানুষের মুখেই শোনা যায়, "আমি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করি কারণ আমি এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যা পুরোপুরি অলৌকিক। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি"। ভূত, জ্বিন, প্রেতাত্মা ইত্যাদির সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, বা রাতের অন্ধকারে গায়েবি আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা মোটেও কম নয়। আমার অনেক বন্ধুই আছে যারা আমাকে অলৌকিক সব ঘটনার কাহিনী শোনায় এবং জিজ্ঞাসা করে, ৬এর কি কোনো ব্যাখ্যা তোমার কাছে আছেহ্ব সব মিরাকলের ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়াটা সময় ও শ্রমের অপচয়। কিন্তু তারপরও কিছু মিরাকলের ব্যাখ্যা খুঁজে যেতে হয়। কোনো মিরাকল ঘটার পর সেটাকে এমন একটি সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেটি কিনা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

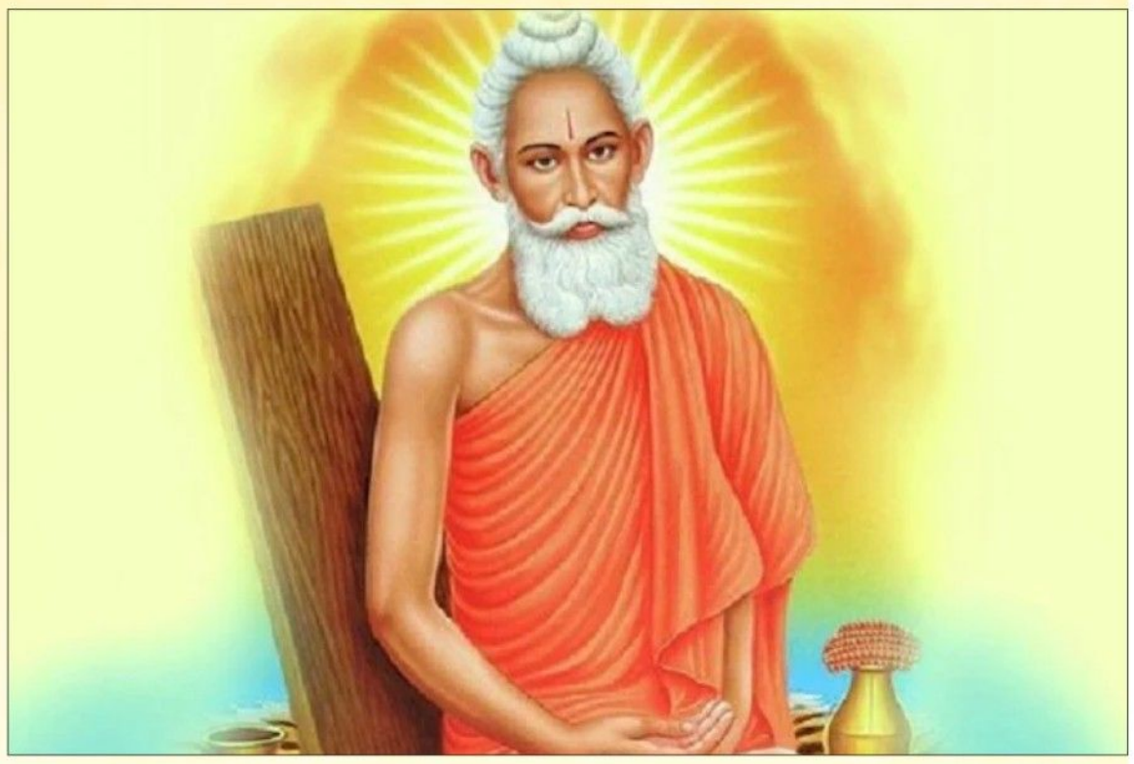

তাই মানুষ একমাত্র ভরসা করে ভগবানকে, এই মানুষ তার কর্মক্ষমতা আর ত্যাগ কারনে জগতে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন!রণে বনে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।জয় বাবা লোকনাথ এই মন্ত্র জীবনের পথকে আরও সুদৃঢ. করে জীবনকে এক উন্নত ও আলোর পথের ঠিকানা দেয় । প্রতিটি কাজ করার আগে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করলে সেই কাজ ভাল হয়ে থাকে। বারদীর ব্রক্ষচারী বাবা লোকনাথ একই অঙ্গে অনোন্য রূপ তিনি স্বয়ং ভগাবান মহেশ্বরের অবতার । যাঁকে মনে মনে ডাকলে ভক্তের সকল আশা ও মনবাঞ্ছা পূরণ হয়ে থাকে । তবে বাবা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীতে; ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট (১৮ ভাদ্র, ১১৩৭ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে কিছু দূরে; উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতা কমলাদেবী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের ৪র্থ পুত্র।লোকনাথের জন্মস্থান নিয়ে; শিষ্যদেরও ভেতরে বিতর্ক আছে। নিত্যগোপাল সাহা এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন ও আদালতের রায় অনুযায়ী; তার জন্মস্থান কচুয়া বলে চিহ্নিত হয়। যদিও অনেকে মনে করেন তার জন্মস্থান; বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে; যা এখন চাকলাধাম নামে লোকনাথ ভক্তদের নিকট পরিচিত।পার্শ্ববর্তী গ্রাম (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে বাস করতেন; ভগবান গাঙ্গুলী নামে ভারতবর্ষের নামকরা এক পন্ডিত। এগার বছর বয়সেই গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে; একমাত্র বন্ধু বেনীমাধব সহ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তারপর গৃহত্যাগ করেন লোকনাথ।

বাবা লোকনাথকে নিয়ে আছে অনেক গল্প। ধর্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; হঠাৎ চোখ খুলে দেখেন চারিদিকের আগুনের লেলিহান শিখা; প্রচন্ড ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অজ্ঞান হবার মুহুর্তে দেখতে পান; এক দীর্ঘদেহী উলঙ্গ মানুষ তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। যখন জ্ঞান ফিরে পান দেখেন; আসে-পাশে কোন জনমানব নেই । তিনি একা পাহাড়ের নিচে শুয়ে আছেন।পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামি ধর্মপ্রচারক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ভারত এবং বাংলাদেশে তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। তিনি যখন নারায়নগঞ্জ এর বারদী আসেন; তখন বাবা লোকনাথকে দেখে চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন, ইনিই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। এরপর সারা ভারত এবং বাংলাদেশে প্রচারবিমুখ বাবা লোকনাথের অসামান্য যোগশক্তির কথা; প্রচার করে বেড়ান এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তখন থেকেই মানুষ বাবা লোকনাথ সম্পর্কে জানতে পারেন।

লোকনাথ বাবার বারদী আসা নিয়েও আছে গল্প। সীতাকুন্ডু থেকে বাবা লোকনাথ চলে আসেন দাউদকান্দি। এখানেই পরিচয় হয় বারদী নিবাসী- ডেঙ্গু কর্মকারের সাথে। তিনি জোর করা বাবাকে নিয়ে আসেন বারদী।বাবা লোকনাথ বলেছিলেন, "ডেঙ্গু তুই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস, আমি তোর সাথে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এই লেংটা পাগলাকে তুই কিভাবে ঘরে রাখবি। লোকে তোকে ছি ছি করবে। সহ্য করতে পারবি। ভেবে দেখ ?"। ডেঙ্গু উত্তরে বলেছিলেন; "আমি কিছু বুঝি না, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে। লোকে যা বলে বলুক। শুধু আপনি কথা দেনু বারদী ছেড়ে কোথাও যাবেন না"।ডেঙ্গুর সাথে বাবা লোকনাথ চলে আসেন বারদী। ছোট ছোট ছেলেরা বাবাকে পাগল ভেবে; পাথর মারতে থাকে। ডেঙ্গুর পরিবারে বাবাকে নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। বারদীর ধনী জমিদার নাগ-পরিবার; তারা বাবাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা থাকার জায়গা বেছে নেন; ছাওয়াল বাঘিনীর নদীর পাড়ের শ্মশানভূমি।ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই শ্মশানভূমি। দিনের বেলায় গ্রামের মানুষ যেতে ভয় পেত। এইখানেই বাবা নিজ হাতে নিজের জন্য তৈরি করেন কুটির। যা আজ সারা বিশ্বের বাবা লোকনাথ ভক্তদের কাছে; এক মহান তীর্থভূমি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই পূণ্যভূমিতে। কেঁদে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে; অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখের কথা জানায় বাবা লোকনাথের কাছে।বাবা বলতেন -"ওরা বড় দুঃখী, ওরা বড় অসহায়। ছোট ছোট ওদের চাওয়া গুলো পূরণ করে দেওয়ার কেউ নেই; তাই তো ওরা আমার আছে ছুটে আসে; ওদের দুঃখের কথা; কষ্টের কথা আমাকে বলতে। ওদের দুঃখের কথা আমি শুনি বলেই; আমার কাছে ওদের যত আবদার, অধিকার। সংসারের কঠিন পথ চলতে চলতে ওরা ক্ষতবিক্ষত; ওদের বিশ্বাস আমিই ওদের দুঃখ দূর করে দিতে পারি"। বাবার শিষ্যদের নিয়েও আছে অনেক গল্প। ফরিদপুর জেলার পালং থানার মহিসা গ্রামে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর জন্ম। ঢাকা ওয়ারীতে তিনি ব্রক্ষচারী যোগাশ্রম প্রতিষ্টা করেন। পরে তা ফরিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তিনি বাবা লোকনাথের স্মরণে আসেন; ১৮৮৬ থেকে ১৮৯০ সালের দিকে। বাবার একজন যোগ্য শিষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।বারদীর আশ্রমের কাছেই এক বৃদ্ধা, নাম-কমলা। সম্বল বলতে এক গরু ছাড়া কিছুই ছিল না। দুধ বিক্রি করে দিন চালাতেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গত ২০ শে মাঘ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ থেকে ৩রা চৈত্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বা ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭ ই মার্চ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে "শ্রীধাম মায়াপুরু নবদ্বীপ প্রদর্শনী" নামে একটি অভূতপূর্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। যার শুভসূচনা করেছিলেন বঙ্গসন্তান বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি তার অভিভাষণে বলেছিলেন- "আজ আমার বড় সৌভাগ্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

শুরু হয়ে গেল আমিরকন্যার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান!

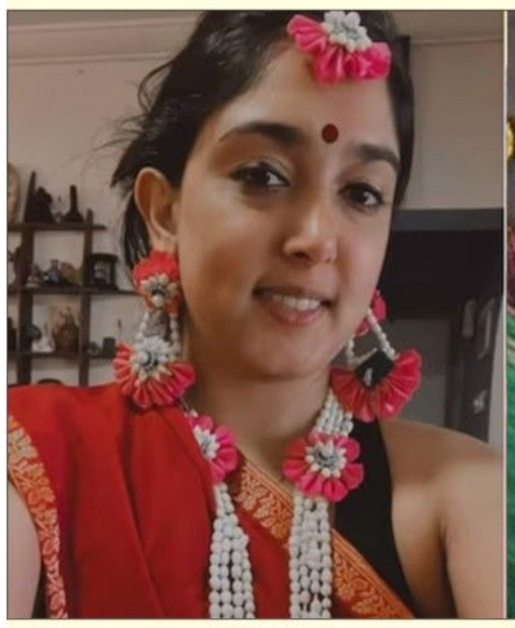

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লাল শাড়ি সঙ্গে কালো রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। খোপায় জেসমিন ফুল, কানে-গলায় অলঙ্কার। চুমু দিচ্ছেন ফিটনেস কোচ-প্রেমিক নূপুর শিখরকে। অর্থাৎ বিয়ের দু'মাস আগেই আমির খানের পরিবারে সাজো সাজো রব।

শিগগিরই আমির খানের বাড়িতে বাজবে বিয়ের ঘণ্টা। তার মেয়ে, ইরা খান বাঁধা পড়তে চলেছেন সাত পাকে। ফিটনেস কোচ নূপুর শিখরে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইরা। গত বছরের নভেম্বর মাসে বাগদান করে রেখেছিলেন এই তারকা কন্যা।

সোমবার রাতে কিছু ছবি শেয়ার করলেন তিনি সামাজিক মাধ্যমে। যেখানে আমিরের মেয়েকে দেখা গেল ফুলের সাজে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিয়ে হওয়ার কথা রয়েছে ইরা আর নূপুরের।

৩ জানুয়ারি হবে আইনি বিয়েটা। আর সেটা মুম্বাইতেই। এরপর ৮-১০ জানুয়ারিতে ৩ দিনের রাজকীয় অনুষ্ঠান হবে রাজস্থানে। মেহেন্দি থেকে সংগীত, হলুদ সবটাই হবে ধুমধাম করে। তবে নিমন্ত্রিত থাকবে শুধু বর ও কনের পরিবার, আর খুব কাছের বন্ধুরা।

তবে বাবা হিসেবে যতটা এক্সাইটেড, ততটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন আমির খান। তার মতে, আমি তো এমনিতেই বেশি আবেগপ্রবণ। আমি খুব কাঁদব ওদিন। বাড়ির সবাই তো বলতেও শুরু করেছে, আমিরকে ওইদিন সামলাতে হবে। আসলবে আমি আমার কান্না বা হাসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

পর্দার সামনে নয়, বরং পর্দার পেছনেই কাজ করতে আগ্রহী ইরা। বেশ কয়কে বছর আগেই একটি নাটক পরিচালনা করেছেন আমির কন্যা। অন্যদিকে, আমি খান, সুস্মিতা সেনের মতো তারকাদের ফিটনেস কোচ নূপুর।

অভিষেকের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে, ফের এক ছাদের নীচে সালমান ঐশ্বরিয়া!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কয়েক দিন আগেই ৫০-এ পা দিয়েছেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। বিশেষ দিনটি মেয়ে আরাধ্যা বচ্চন ও মা বৃন্দা রাইকে পাশে নিয়ে উদ্‌যাপন করেছিলেন। এমন বিশেষ দিনে তাঁর পাশে দেখা যায়নি স্বামী অভিষেক বচ্চনকে।

তবে পাশে না থাকলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় শুকনো মুখেই স্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে কোনো রকম দায় সেরেছিলেন অভিষেক। স্ত্রীর একটি সাদা-কালো ছবি পোস্ট করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'হ্যাপি বার্থডে!'

অভিষেকের এমন নিরব লেখা পড়েই অনুরাগীদের একটা বড় অংশের মনে হয়েছিল, মনোমালিন্য হয়তো বেড়েছে তাদের মধ্যে। সেই জল্পনার আগুনে আরও ঘি ঢালল পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্রর দীপাবলির পার্টি। যে পার্টিতে দেখা নেই অভিষেকের, একাই হাজির হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। এমনকি, ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে ছিলেন না তার মেয়ে আরাধ্যাও। অন্য দিকে, একই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান। তবে এক ছাদের নীচে থাকলেও ঐশ্বরিয়া ও সালমান মুখোমুখি হয়েছেন কি না তা জানা যায়নি।

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে সঞ্জয় লীলা ভন্সালী পরিচালিত 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ছবিতে কাজ করার সময় সম্পর্ক তৈরি হয় সালমান ও ঐশ্বরিয়ার মধ্যে। তবে সেই সম্পর্কের আয়ু ছিল চার বছর। শোনা যায়, সম্পর্কে থাকাকালীন নাকি ঐশ্বরিয়াকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেছিলেন সালমান। ২০০৪ সালে সেই সম্পর্কে ইতি টানেন ঐশ্বরিয়া। ২০০৭ সালে অভিষেকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পরে ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে বচ্চন পরিবারের বৌ হয়েই সময় কাটাচ্ছেন। ২০১১ সালে জন্ম হয় তাদের মেয়ে আরাধ্যার। গত প্রায় দু'দশকের পথচলায় একাধিক বার বিভিন্ন ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছে বচ্চন পরিবারকে ঘিরে। শাশুড়ি জয়া বচ্চনের সঙ্গে নাকি একেবারেই বনিবনা হয় না ঐশ্বরিয়ার, বার বার এমন কানাঘুষাও শোনা গিয়েছে। তবে গত মাসখানেক ধরে সেই জল্পনা আরও বেড়েছে বই কমেনি। সাম্প্রতিক সময়ে অভিষেককেও দেখা যায়নি ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে।

রাশমিকার পর এবার ক্যাটরিনার 'আপত্তিকর' ছবি ভাইরাল

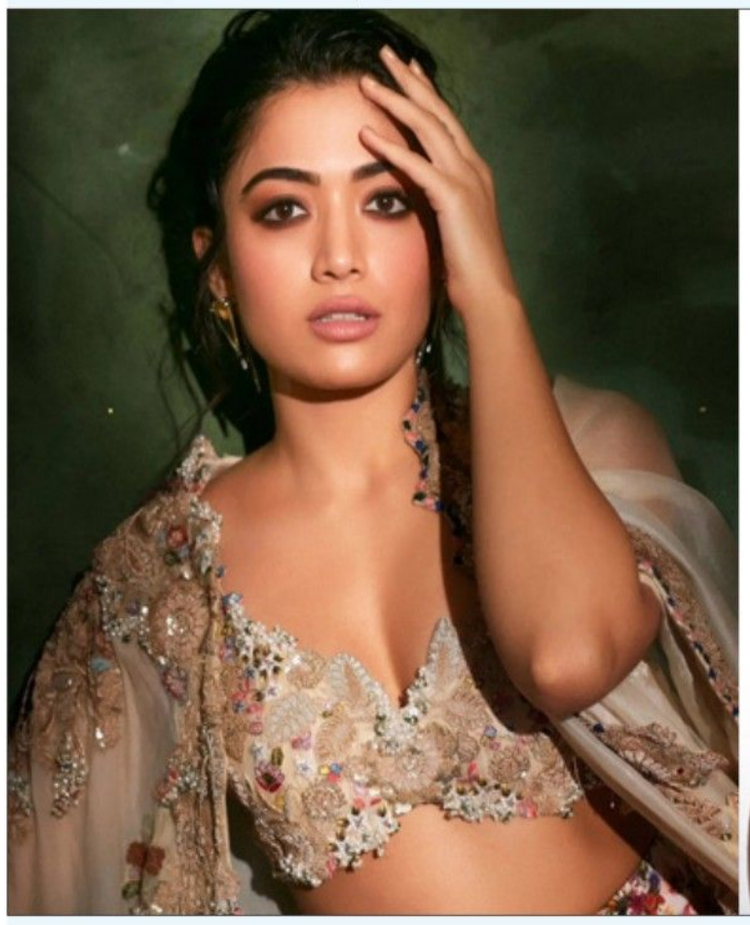

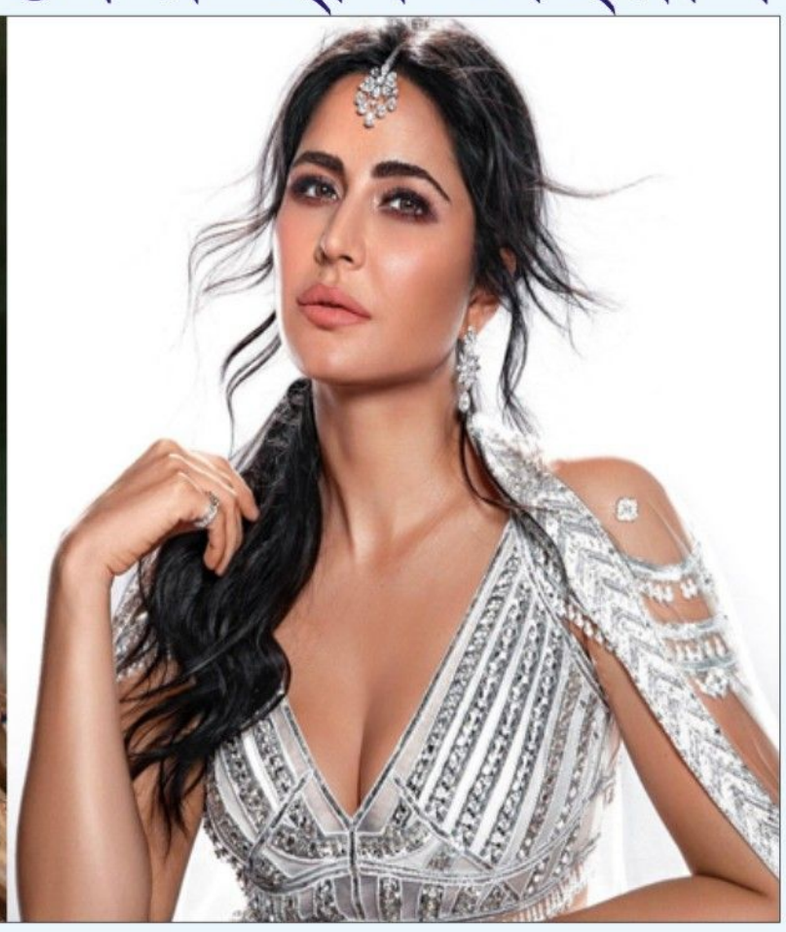

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। সম্প্রতি সাইবার অপরাধীদের কারণে লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা তার। অভিনেত্রীর নাম করে ভাইরাল করা হয়েছিল একটি আপত্তিকর ভিডিও। পরে জানা যায়, ভিডিওর সেই নারী রাশমিকা নন। বিষয়টি নিয়ে রীতিমত হৈচৈ পড়ায় এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন খোদ অমিতাভ বচ্চন। রাশমিকার রেশ কাটতে না কাটতে এবার ভাইরাল ক্যাটরিনা কাইফের অপত্তিকর ছবি।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, ক্যাটের আসন্ন ছবি 'টাইগার ৩'-এর প্রচার ঝলক মুক্তি পাওয়ার পরে একটি দৃশ্যে স্নানপোশাকে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই দৃশ্যে শরীরে তোয়ালে জড়িয়ে অন্য এক অভিনেত্রীর সঙ্গে লড়াই করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এবার সেই দৃশ্যে ক্যাটের ছবির উপরেই চলল কারসাজি। আসল ছবিতে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা নায়িকার শরীর। কিন্তু সমাজমাধ্যমের পাতায় ভাইরাল হওয়া ডিপফেক ছবিতে প্রায় অনাবৃত ক্যাটরিনা।

শুধু তাই-ই নয়, ছবিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে ক্যাটের চেহারাতেও একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সেই ছবি। তবে ওই ছবি যে আদপে কৃত্রিম মেধা তথা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর ফসল, তা স্পষ্ট।

রাশমিকার ডিপফেক ভিডিও সমাজমাধ্যমের পাতায় ভাইরাল হওয়ার পরে আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও নায়িকার অনুরাগীরা। ক্যাটের ওই আপত্তিকর ছবির ক্ষেত্রে যদিও এখনও তেমন কোনও দাবি ওঠেনি।

রাশমিকার ক্ষেত্রে ভাইরাল হওয়ার ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল, একটি কালো পোশাক পরে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে আসছেন অভিনেত্রী। তার পরনের সেই পোশাক বেশ কুরুচিকর। সাধারণত এমন পোশাকে কখনও দেখা যায় না অভিনেত্রীকে।

নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমার যে ডিপফেক ভিডিও ছড়িয়েছে সমাজমাধ্যমে, সেটা নিয়ে কথা বলতে গেলেও ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি ব্যথিত। এই ঘটনা আমার কাছে খুবই ভয়ের। শুধু আমার একার জন্য নয়, যাঁরাই সারা ক্ষণ ক্যামেরার সামনে রয়েছেন তাঁদের জন্য। ভাবলেই ভয় করছে, কীভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আজ একজন নারী ও অভিনেত্রী হিসাবে আমি আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা আমাকে এই সময় সমর্থন করেছেন আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ভাবুন, যদি আমি একজন স্কুল-কলেজে পড়া ছাত্রী হতাম! আমার তো মাথা কাজ করত না এই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার। আমাদের সকলের উচিত সমষ্টিগত ভাবে এগিয়ে এসে এই ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলা।

পদবি বদলাতে চান অনন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিয়ের আগেই নামের পদবি বদলে ফেলার কথা শোনা গেল বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডের মুখে; যা শুনে অনেকেই অবাক। বিয়ের পর স্বামীর পদবি গ্রহণ করা নারীর সংখ্যা কম নয়। ঐশ্বরিয়া, কারিনা থেকে শুরু করে বলিউড অভিনেত্রীদের অনেকেই নামের সঙ্গে স্বামীর পদবি যুক্ত করেছেন। কিন্তু বিয়ের আগে এমন ভাবনার কথা কারও মুখেই শোনা যায়নি। কিন্তু অনন্যা কেন এমনটি ভাবছেনু এ প্রশ্নই এখন অনেকের মুখে। তবে এর সঠিক উত্তরে এখনও মুখ খোলেননি এ বলিউড তারকা।

সম্প্রতি জনপ্রিয় সেলিব্রিটি শো 'কফি উইথ করণ'-এর অষ্টম সিজনের তৃতীয় পর্বে অতিথি হয়েছিলেন অনন্যা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বান্ধবী অভিনেত্রী সারা আলী খান। অনন্যার প্রেমজীবন নিয়ে বলিউডে যে গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে, এ অনুষ্ঠানের আলোচনায় সেটিও বাদ যায়নি।

সঞ্চালক করণ জোহর অভিনেত্রী সারাকে জিজ্ঞেস করেন, 'অনন্যার জীবনে এমন কী রয়েছে, যা তোমার নেই।' এ প্রশ্নের জবাবে সারা বলেন, 'আমার জীবনে নাইট ম্যানেজার নেই।'

সম্প্রতি 'নাইট ম্যানেজার' সিরিজের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আদিত্য রায় কাপুর। স্বাভাবিকভাবেই সারার ইঙ্গিত যে আদিত্যের দিকে, তা কারও বুঝতে বাকি নেই। প্রিয় বান্ধবীর এমন উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নেন অনন্যা।

যদিও খানিক পর নিজের মুখেই প্রায় স্বীকার করেন, তিনি নিজেকে অনন্যা 'কয়' কাপুর ভাবছেন। আসলে ইংরেজি 'কয়' শব্দের অর্থ 'লাজুক'। সে ক্ষেত্রে অনন্যা যা বলেছেন, তা থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে শব্দের খেলায় প্রকারান্তরে নিজেকে 'লাজুক' বলেছেন, সঙ্গে জুড়েছেন প্রেমিকের কাপুর পদবি।

এদিকে অনেক দিন ধরেই বলিউডে ভেসে বেড়াচ্ছে এ খবর-অভিনেতা অদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে প্রেম করছেন অনন্যা। দেশ ও দেশের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে দেখা মিলেছে তাদের। যে কারণে অভিনয়ের চেয়ে অনন্যার প্রেম নিয়ে সরব নেটিজেনরা।

স্পেনের "বনমাতি"

জিতলো প্রথমবার ব্যালন ডি'অর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ে বড় অবদান রাখেন আইতানো বনমাতি।জেতেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল। এবার মেয়েদের ব্যালন ডি'অর জিতেছেন স্পেন ও বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার। প্রথমবারের মতো এই পুরস্কারটি জিতলেন তিনি।

বার্সেলোনার হয়েও গত মৌসুম দারুণ কাটে বনমাতির। লিগ শিরোপার পাশাপাশি জেতেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও স্প্যানিশ সুপার কাপ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৭ ম্যাচে গোল করেন ১৯টি, সতীর্থদের দিয়ে গোল করান ২১টি। ব্যালন ডি'অর দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মে পরিবর্তন আনা হয় গত বছর। আগে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে পুরো বছরের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেওয়া হলেও এখন বিবেচনায় ধরা হয় ইউরোপিয়ান ফুটবলের একটি মৌসুমকে (আগস্ট থেকে জুলাই)।

১৯৫৬ সাল থেকে ইউরোপের সেরা খেলোয়াড়কে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেওয়া চালু হয়। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পুরস্কারটি শুধু ইউরোপের খেলোয়াড়দেরই দেওয়া হতো। এরপর থেকে ইউরোপে খেলা বিশ্বের যে কোনো খেলোয়াড়ের জন্য পুরস্কারটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আর ২০০৭ সাল থেকে কেবল ইউরোপের সেরা নয়, পুরস্কারটি দেওয়া শুরু হয় বিশ্বের সেরা ফুটবলারকে।

আইতানা বনমাতির জন্ম কাতালুনিয়ার শহর গ্যারাফে। ছোটবেলা থেকে অবশ্য আইতানার আগ্রহ ছিল বাস্কেটবলের দিকে। তারপর হঠাৎ করেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয় তার। মাত্র ৭ বছর বয়সেই সমবয়সি ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে শুরু করে। ছোট্ট আইতানার ফুটবলের প্রতি আগ্রহ দেখে তাকে মা-বাবা ভর্তি করিয়ে দেয় স্থানীয় ক্লাব সিডি রিবসে। রিবসের ক্লাবটিতে চার বছর ফুটবল শেখার পর আইতানা যোগ দেন আরেক ক্লাব কুবিলিয়াসে। সেখান থেকেই বার্সেলোনার একাডেমি লা মাসিয়ার নজরে আসেন তিনি। ২০১২ সালে ১৩ বছর বয়সে লা মাসিয়ায় যোগ দেন আইতানা। যুবদলে বেশ কয়েক বছর খেলার পর বার্সেলোনার জার্সি গায়ে তার অভিষেক হয় ২০১৬ সালের কোপা দেল রেতে, রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে।

ম্যাক্সওয়েলের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড রেকর্ডবুক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপে গতকাল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় আফগানিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। দুই দলের লড়াইয়ে অসিরাই ছিল অনেক এগিয়ে। কিন্তু মাঠে নেমে আফগানরা দুর্দান্ত এক লড়াই উপহার দিল। ব্যাট হাতে তারা ২৯১ রান করার পর বল হাতেও ঝড় তুলল। অস্ট্রেলিয়া ৯১ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর ম্যাক্সওয়েল একাই দলকে জেতালেন। তিনি ১২৮ বলে ২০১ রান করে চলতি বিশ্বকাপে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন। প্যাট কামিন্সকে সঙ্গী করে দলকে ৩ উইকেটে জয় উপহার দিয়ে তৃতীয় দল হিসাবে অস্ট্রেলিয়াকে সেমিফাইনালে নিয়ে গেলেন। এক ম্যাচেই যেন রেকর্ডবুক লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। বিশ্বকাপ ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার এটিই সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। তাছাড়া মুম্বাইর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও এটি সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড।

বিশ্বকাপে আফগানদের বিপক্ষে ১০টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন ম্যাক্সওয়েলে। বিশ্বকাপে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার তালিকায় তিনি পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। ১৭টি ছক্কা হাঁকিয়ে মরগান রয়েছেন সবার ওপরে। সবচেয়ে কম বলে ওয়ানডে ডাবল সেঞ্চুরির তালিকায় ম্যাক্সওয়েল দ্বিতীয় স্থানে। ১২৮ বলে তিনি ডাবল সেঞ্চুরি করেন। ১২৬ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে সবার ওপরে ইশান কিশান।

ওপেনার নয়, এমন ব্যাটারদের ভেতর গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটিই সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। এর আগে জিম্বাবুয়ের চার্লস কভেন্ট্রির ১৯৪ রানের ইনিংসটিই ছিল সর্বোচ্চ।

ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেন ম্যাক্সওয়েল। এর আগে কপিল দেব ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

বিশ্বকাপে তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস খেলেন ম্যাক্সওয়েল। এর আগে ২৩৭ রান করেছিলেন মার্টিন গাপটিল ও ২১৫ রান করেছিলেন ক্রিস গেইল।

রান তাড়া করায় ওয়ানডেতে এটিই সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। এর আগে ফখর জামান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৩ রানের ইনিংস খেলে এক নম্বরে ছিলেন। তাছাড়া এটিই অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ ওয়ানডে ইনিংস।

'প্রমাণ' দিয়ে সুবিচার চাইলেন ম্যাথিউস!

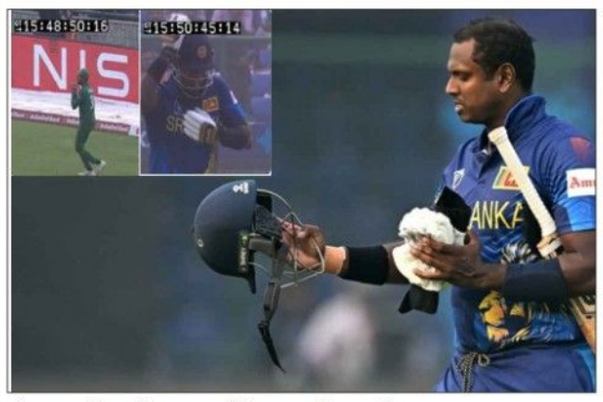

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে 'টাইমড আউট' হয়েছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। এরপর থেকেই তোলপাড় চলছে ক্রিকেট বিশ্বে। ক্ষোভে ফুঁসছেন ম্যাথিউসও। সংবাদ সম্মেলনেই তিনি দাবি করেছিলেন, তার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে।

এই অভিজ্ঞ লঙ্কান অলরাউন্ডার জানিয়েছিলেন, তার কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে যা তার দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। এবার সেই ফুটেজ প্রকাশ করে আইসিসির কাছে সুবিচার চাইলেন তিনি।

নিজের যুক্তির স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে কয়েকটি ভিডিওর স্ক্রিনশট শেয়ার করে ম্যাথিউস লিখেছেন, 'প্রমাণ! ক্যাচ ধরা থেকে শুরু করে হেলমেটের স্ট্র্যাপ খুলে যাওয়া পর্যন্ত সময়। আরেকটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে হেলমেট বদলানোর পরও আমার হাতে পাঁচ সেকেন্ড সময় ছিল। চতুর্থ আম্পায়ার কি দয়া করে এটা শোধরাতে পারবেন? মানে নিরাপত্তা কারণে হেলমেট ছাড়া বোলারের মুখোমুখি হতে পারতাম না। এটা প্রতারণা; আমি সুবিচার চাই।' আরেকটি পোস্টে ভিন্ন একটি ভিডিও পোস্ট করে ম্যাথিউস লিখেছেন, 'আমি এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি! বাকিটা আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন।'

বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ২৫তম ওভারে। সাদিরা সামারাবিক্রমা সাকিবের বলে আউট হওয়ার পর ক্রিজে আসেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। কিন্তু যে হেলমেট নিয়ে তিনি নেমেছিলেন, সেটি নিয়ে সংশয় ছিল তার। পরে আরেকটি হেলমেট আনা হয়, তবে তাতেও সন্তুষ্ট হননি। এর মধ্যে আম্পায়ারের কাছে এমসিসির আইনের ৪০.১.১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আবেদন করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। পরে তিনি জানিয়েছেন, তাকে এসে এক ফিল্ডার মনে করিয়ে দিয়েছেন নিয়মটি। ওই নিয়মে বলা আছে, 'কোনো ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়া বা অবসর নেওয়ার পর যে ব্যাটার আসবেন, তাকে অথবা অন্য ব্যাটারকে ৩ মিনিটের মধ্যে পরবর্তী বল মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অন্যথায় যে ব্যাটসম্যান নামছেন, তাকে টাইমড আউট হতে হবে।'

সাকিবের আবেদনে নিয়ম অনুযায়ী সাড়া দেন আম্পায়ার। কারণ ততক্ষণে পেরিয়ে গেছে প্রায় পাঁচ মিনিট। এমন সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি ম্যাথিউজ। সাজঘরে ফেরার সময় হেলমেট ছুড়ে মারেন তিনি। এ ঘটনার পর ম্যাচেও কয়েকবার উত্তেজনা ছড়ায় দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে।

জিম্বাবুয়ের নেতৃত্বে

সিকান্দার রাজা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের সেই সোনালি দিন আর নেই। দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে বিশ্ব ক্রিকেটে দিনদিন পিছিয়ে পড়ছে তারা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে দারুণ ফর্মে রয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা। এবার সেই রাজাই জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব পেয়েছেন।

দলীয় ব্যর্থতার কারণে ভারতে চলমান ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না জিম্বাবুয়ের। এখন তাদের দৃষ্টি ২০২৪ সালে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিকে। তার আগে সংক্ষিপ্ত এই ফরম্যাটের নেতৃত্বে পরিবর্তন এনেছে জিম্বাবুয়ে। ক্রেইগ আরভিনের বদলে টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্বভার পেলেন ৩৭ বছর বয়সী তারকা।

৫ নভেম্বর জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের সভা শেষে রাজাকে অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে আগামী মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইয়ে নতুন নেতৃত্বে খেলবে আফ্রিকান দেশটি। তবে এখনও টেস্ট ও ওয়ানডে ফরম্যাটের নেতৃত্বভার রয়েছে আরভিনের কাঁধে।

আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট উইন্ডিজের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে চায় জিম্বাবুইয়ানরা। তাই দলটির প্রধান কোচ ডেভ হটনকেও ধরে রেখেছে তারা। সেই সঙ্গে বাছাইয়ে উত্তোরণের লক্ষ্যে হটনের সঙ্গে কোচিং প্যানেলে রাখা হয়েছে ডেভিড মুতেন্দ্র ও সাবেক অধিনায়ক এলটন চিগাম্বুরাকে।

জিম্বাবুয়ে বোর্ডের ক্রিকেট কমিটিতেও নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লেসিং এনগোদোকে করা হয়েছে কমিটির চেয়ারম্যান। তার অধীনে রয়েছেন দেশটির সাবেক তারকা ক্রিকেটার হ্যামিল্টন মাসাকাদজা, কেনিয়ন জিয়েল, রাসেল টিফিন, জুলিয়া চিভাবা, হটন ও চিগাম্বুরা। একই সঙ্গে মেয়েদের বিশ্বকাপ সামনে রেখে তারা পুরোনো কমিটিকে বহাল রেখেছে।

স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স বিবেচনায় আসন্ন আসরে (২০২৪) উঠেছে ১২টি দল। গত বিশ্বকাপের শীর্ষ আট দল- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং র‍্যাংকিং বিবেচনায় রয়েছে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ।

কোয়ালিফায়ার খেলে আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা ও পাপুয়া নিউগিনির পর মূলপর্ব নিশ্চিত করেছে এশিয়ার আরও দুই দেশ নেপাল ও ওমান। বাকি তিন দল নির্ধারণ হবে আমেরিকা (একটি) ও আফ্রিকা (দুটি) থেকে।

বিশ্বকাপ ধামাকা

জয়ে ফিরল প্রোটিয়ারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাক্সওয়েল ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি আফগানিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জেতার পরিস্থিতিতে ছিল তারা। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের জোড়া ক্যাচ মিস হয়। এর মধ্যে শর্ট থার্ডে মুজিবের ক্যাচ একেবারে হাতে ছিল। এ দিনও প্রোটিয়াদের বেশ চাপে ফেলেছিল আফগানিস্তান। তবে আন্দিলে পেখলুকায়োর ক্যাচ ফসকান খোদ অধিনায়ক হসমতউল্লাহ শাহিদি। রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের মতো সেট ব্যাটার ক্রিজে। ফলে উল্টোদিক থেকে পরপর উইকেট নিয়ে চাপ বাড়ানোর সুযোগ ছিল আফগানিস্তানের। সেটা হল না। শেষ দিকে ম্যাচটা জমল এটুকু বলা যায়। এর আগের দুটি বিশ্বকাপে প্রাপ্তি তেমন কিছুই ছিল না। তেইশের বিশ্বকাপেও হার দিয়ে অভিযান শুরু হয়েছিল আফগানিস্তানের। শেষটাও হল হার দিয়ে। মাঝে বেশ কিছু গৌরবের মুহূর্ত। আমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আফগানিস্তান অধিনায়ক হসমতউল্লাহ শাহিদি। রান তাড়ায় বেশি সাবলীল দেখিয়েছিল তাদের। গত ম্যাচে ডিফেন্ড করেই হার। এই ম্যাচেও ডিফেন্ড করে হার। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভার ব্যাট করলেও ২৪৪ রানে অলআউট আফগানিস্তান। আক্ষেপ থাকতে পারে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের। বিশ্বকাপে আরও সেঞ্চুরিয়ন পেতে চলেছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট। ৯৭ রানে অপরাজিত থাকেন ওমরজাই।

গত ম্যাচে ভারতের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৮৩ রানে অলআউট হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ম্যাচে প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ে নজর ছিল। রানের গতি ঠিক থাকলেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। না হলে ম্যাচ আরও আগেই জিততে পারত। ফর্মে থাকা কুইন্টন ডি'কক ৪১ রান করেন। অবদান রেখেছেন অনেকেই। আলাদা করে বলতে হয় রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের কথা। আন্দিলে পেখলুকায়োকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন। রাসির অবদান অপরাজিত ৭৬ রান। ১৫ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটে জয়।

সাকিবের বিশ্বকাপ শেষ, ফিরছেন দেশে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক ম্যাচ বাকি থাকতে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন সাকিব আল হাসান। আঙুলের চোটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারবেন না বাংলাদেশ অধিনায়ক। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানিয়েছে বিসিবি।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বল ও ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে পেয়েছিলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার। বল হাতে দুই উইকেট তুলে নেয়ার পাশাপাশি জয়ের পথে ব্যাট হাতে করেছিলেন ৬৫ বলে ৮২ রান। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে ৮ ম্যাচে সাকিব ব্যাট হাতে করেছিলেন ১৮৬ রান। বল হাতে তুলে নেন ৯ উইকেট।

বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম সাকিবের ইনজুরি নিয়ে বলেন, 'ইনিংসের শুরুতে সাকিব তার বাঁ হাতের তর্জনীতে আঘাত পায়। পরে হাতে টেপ পেঁচিয়ে ও ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে এ নিয়েই তিনি ব্যাটিং চালিয়ে যান। দিল্লিতে তার একটি জরুরি এক্স রে হয় ম্যাচের পর। যেখানে নিশ্চিত হয় তার বাঁ পিপ জয়েন্টে চিড় ধরা পড়ে। সুস্থ হতে সাকিবের তিন থেকে চার সপ্তাহ লাগবে। আজকেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে দেশে ফিরে যাচ্ছেন সাকিব।'

বিশ্বকাপে আট ম্যাচের কেবল দুটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আগামী ১১ নভেম্বর বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচ খেলবে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার সুযোগ টিকিয়ে রাখতে হলে ম্যাচটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ টাইগারদের জন্য।

পাঁজরে ব্যথা, হাসপাতালে হারিস রউফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের শেষ চারে উঠার লড়াইয়ে আগামী ১১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে পাকিস্তান। তবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ দ্য গ্রিন ম্যানদের শিবিরে।

এ ম্যাচে দলটির তারকা পেসার হারিস রউফকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা জেগেছে। কেননা, এ ম্যাচের আগে হাসপাতালে যেতে হয়েছে তাকে। মূলত পাঁজরের এমআরআই করাতেই হাসপাতালে গিয়েছেন ডানহাতি এ পেসার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের দিনই পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন পাক পেসার। মাঠ ছেড়ে বেরিয়েও গিয়েছিলেন তিনি। কলকাতায় ফিরে সেই চোটের পরীক্ষা করতে যান তিনি। পাকিস্তানের শেষ চারে যাওয়ার আশা এখনও শেষ হয়নি। ফলে এখন রউফের সুস্থ থাকা সবচেয়ে বেশি জরুরি। রউফ যদিও রিপোর্ট এখনও হাতে পাননি, তবে পাকিস্তান দল মনে করছে, তার চোট গুরুতর নয়।

একইদিন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়েছিলেন আগের ম্যাচ জেতানো ওপেনার ফখর জামান, দুই পেসার জামান খান ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। অন্যদিকে, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটি জনপ্রিয় শপিং মলে যান হাসান আলি। পরবর্তী ম্যাচের আগে তারা কিছুদিন সময় পাচ্ছেন। এর আগে স্পিন অলরাউন্ডার শাদাব খান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালে ইনজুরিতে পড়েছিলেন। এরপর তার কনকাশন সাব করা হয় উসামা মিরকে। আসন্ন ম্যাচেও শাদাবকে পাওয়া যাবে কিনা সেটি এখনও নিশ্চিত নয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR